



আজ ঐতিহাসিক ১০ জানুয়ারি , জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের খদেশ প্রত্যাবর্তন দিবস। দীর্ঘ ৯ মাস ১৪ দিন পাকিস্তানের কারাগারে বন্দিজীবন শেষে ১৯৭২ সালের এই দিনে জাতির পিতা ষাধীন-সার্বভৌম বাংলাদেশে প্রত্যাবর্তন করেন। আজকের এ দিনে আমি জাতির পিতার শৃতির প্রতি গভীর শ্রন্ধা নিবেদন করছি এবং তাঁর বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা করছি। সশক্ত মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর চূড়ান্ত বিজয় অর্জিত হলেও জাতির পিতার যদেশ প্রত্যাবর্তনের মধ্য দিয়েই বিজয়ের পূর্ণতা লাভ করে।

বাঙালির স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে জাতির পিতার অবদান ছিল অতুলনীয়। ১৯৪৮ সালে মাত্ভাষার দাবিতে গঠিত সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের নেতৃত্বসহ ১৯৫২ সালে ভাষা আন্দোলন , ১৯৫৪ সালে যুক্তফ্রন্ট নির্বাচন, ১৯৫৮ সালে জেনারেল আইয়ুব খানের সামরিক শাসনবিরোধী আন্দোলন, ১৯৬২ সালে শিক্ষা কমিশন, ১৯৬৬ সালে ৬-দফা আন্দোলন, ১৯৬৯ সালে গণঅভ্যুত্থান, ১৯৭০ সালে সাধারণ নির্বাচনে আওয়ামী লীগের নিরন্ধুশ বিজয় সবই হয়েছিল তার নেতৃত্বে। প্রকৃতপক্ষে তিনি ছিলেন বাঙালির স্বপ্নদ্রষ্টা, স্বাধীন বাংলার রূপকার। ১৯৭০ সালের ঐতিহাসিক নির্বাচনে আওয়ামী লীগ নিরন্ধূশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করলেও পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর ক্ষমতা হস্তান্তরে অনীহার কারণে বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে বাংলার মুক্তিকামী মানুষ অসহযোগ আন্দোলন ওক্ন করে। ১৯৭১ সালের ০৭ মার্চ রেসকোর্স ময়দানে ঐতিহাসিক ভাষণে প্রকারাম্ভরে তিনি স্বাধীনতার ঘোষণা দেন। বছ্রকণ্ঠে তাঁর উচ্চারণ, "এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম"। ২৫ মার্চ কালরাত্রে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী বাঙালি নিধনযজ্ঞের নীলনকশা 'অপারেশন সার্চলাইট' এর মাধ্যমে গণহত্যা শুরু করে। এ প্রেক্ষাপটে ২৬ মার্চের প্রথম প্রহরে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা দেন এবং সর্বস্তরের জনগণকে মুক্তিযুদ্ধে ঝাপিয়ে পড়ার ডাক দেন। চূড়ান্ত বিজয় অর্জিত না হওয়া পর্যন্ত তিনি লড়াই চালিয়ে যাওয়ার আহ্বান জানান। এর পরই পাকিস্তানি জান্তারা বঙ্গবন্ধুকে তাঁর ধানমভির ৩২ নম্বর রোডের বাসা থেকে গ্রেফতার করে এবং তদানিস্তন পশ্চিম পাকিস্তানের কারাগারে বন্দি করে রাখে। বঙ্গবন্ধুর অনুপছিতিতে তাঁর নেতৃত্বেই মুক্তিযুদ্ধ চলতে থাকে। ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর বাঙালি জাতি চড়ান্ত বিজয় অর্জন করে।

১৯৭২ সালের ১০ জানুয়ারি সদ্য-খাধীন দেশের মাটিতে পা রেখেই বঙ্গবন্ধু আবেগাপ্পত হয়ে পড়েন। তৎকালীন রেসকোর্স ময়দানে সমবেত লাখো জনতার উদ্দেশ্যে বঙ্গবন্ধু বলেন, "আমার জীবনের সাধ আজ পূর্ণ হয়েছে। আমার সোনার বাংলা আজ স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্র"। পাকিস্তানে বন্দিকালীন তাঁর ফাঁসির ভুকুম হয়েছিল। কিন্তু বঙ্গবন্ধু ছিলেন তাঁর লক্ষ্যে অটল ও অবিচল। বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন, "ফাঁসির মঞ্চে যাওয়ার সময় আমি বলবো, আমি বাঙালি, বাংলা আমার দেশ, বাংলা আমার ভাষা। জয় বাংলা"। দেশ ও জনগণের প্রতি এমন অকৃত্রিম ভালোবাসার উদাহরণ বিশ্বে বিরল।

১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট বঙ্গবন্ধুকে সপরিবারে হত্যার মাধ্যমে স্বাধীনতাবিরোধী শক্তি তাঁর আদর্শ মুছে দিতে এবং দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব খর্ব করতে অপচেষ্টা চালিয়েছিল। কিন্তু বঙ্গবন্ধু ও বাংলাদেশ আজ অভিন্ন সন্তায় পরিণত হয়েছে। যতদিন বাংলাদেশ ও বাঙালি থাকবে ততদিন বঙ্গবদ্ধু সবার অনুপ্রেরণার উৎস হয়ে থাকবেন। বঙ্গবন্ধুর সুযোগ্য কন্যা জননেত্রী প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বাংলাদেশ আজ উন্নয়নের মহাসভূকে অপ্রতিরোধ্য গতিতে এগিয়ে যাচ্ছে। বাংলাদেশ শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কৃষি, তথ্যপ্রযুক্তি, নারীর ক্ষমতায়নসহ বিভিন্ন থাতে বিশ্বব্যাপী উন্নয়নের 'রোল মডেল' হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। উন্নয়নের এ ধারা অব্যাহত থাকলে বাংলাদেশ ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত ও সমৃদ্ধ দেশে পরিণত হবে ইনশাআলাহ

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবাষিকী ও আমাদের স্বাধীনতার সূবর্ণ জয়ঞ্জীর একটা যুগসন্ধিক্ষণ হচ্ছে ২০২১ সাল। এই যুগসন্ধিক্ষণে বন্ধবন্ধুর স্বপ্লের সোনার বাংলাদেশ গঠনে আমাদের নিরলস প্রয়াস চালাতে হবে। ২০২১ সালের মধ্যে "ডিজিটাল বাংলাদেশ" গঠনে সফলতার পথ ধরে আমরা ২০৪১ সালের মধ্যে উত্মত বাংলাদেশ গঠনের পথে আরও সাহস ও আত্মবিশ্বাসের সাথে এগিয়ে যেতে পারবো - বঙ্গবজুর স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবসে এ আমার প্রত্যাশা।

খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরঞ্জীবী হোক।



প্রত্যাবর্তনের মহাকাব্য

প্রথম পর্ব

"In the long war between the falsehood and the truth, falsehood wins the first battle

and truth the last." ---Sheikh Mujibur Rahman

Rawalpindi,

5 January 1972

"সত্য ও মিথ্যার মধ্যে চলমান যুদ্ধের শুরুতে মিথ্যার জয় হলেও, শেষ-পর্যন্ত সত্যেরই জয় হয়।"

পাকিস্তানের কারাগার থেকে মুক্তিলাভের কিয়ৎপূর্বে তাঁর পাহারায় নিয়োজিত জনৈক পাকিস্তানী সেনা-কর্মকর্তা বঙ্গবন্ধুর কাছে শ্মরণে রাখার মতো কিছু-একটা উপহার পেতে চান। তখন বঙ্গবন্ধু ঐ সৈনিক-রাজা আনার খানকে

ফিওদর দক্তয়ভক্কির বিখ্যাত উপন্যাস "ক্রাইম এক পানিশমেন্ট" বইটি উপহার দেন এবং ইংরেজীতে উপরের কথাগুলো লিখে তিনি ঐ বইটিতে অট্টোগ্রাফ দিয়েছিলেন।

How significant and meaningful was that classic Novel -- "Crime and Punishment" to be there. What a departing-gift it was from Bangabandhu for a Pakistani soldier, who was posted in the jail to keep an eye on him.

Seems like Nature sent that siginificant book in the Jail, where Bangabandhu was supposed to be hanged.

Pakistan-Army committed henious war-crimes in Bangladesh, and on behalf of the newborn Bangladesh, Bangabandhu, তাঁর ঐ সুরচিত অটেআফটির মাধ্যমে gave Pakistan the pungent punishment, they deserved. What a slashing autograph it was! একজন পাকিস্কানী সৈনিকের জন্য এর চাইতে খরণীয় অটোগ্রাফ আর কী হতে পারে?

দ্বিতীয় পর্ব

১० ज्ञानुसाती ১৯৭२

বঙ্গবন্ধুকে বহনকারী বিমানটি যখন পাক-হানাদার-মুক্ত স্বাধীন বাংলাদেশের মাটি স্পর্শ করেছিলো: যখন 'জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু' ধ্বনিতে প্রকম্পিত ইচ্ছিল ঢাকার আকাশ-বাতাস, তখন মাতৃন্তন্য পানরত পঁচিশদিনের একটি ছোট্ট শিশু তার মায়ের স্তনের বোঁটা থেকে সরিয়ে নিয়েছিলো তার মুখ এবং হাত-পা ছুঁড়ে হঠাৎ আনব্দে খিলখিল করে হেসে উঠেছিলো সেই ছোট্ট শিশুটি।

শিশুটির মা কিছুতেই বুঝে উঠতে পারছিলেন না , তার বাবৃটি হঠাৎ এমন অস্তুত আচরণ করছে কেন? তার নাড়ী-ছেঁড়া প্রিয় সম্ভানের হঠাৎ-এমন অমৃতে অরুচি হলো কেন? মার মনে রাজ্যের উদ্বেগ।

ঠিক তখনই সেই রমণীর গৃহের অভ্যন্তরে প্রবেশ করেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। আগন্তকের দিকে তাকিয়ে তার চোখ অন্ধ হয়ে যায়। তিনি বুঝে উঠতে পারেন না, বিশ্বাস করতে পারেন না তার নিজের চোখকে-- এই কি তিনি? আমাদের কোটি প্রাণের প্রাণপুরুষ, বাভালির পুরুষোত্তম,

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান?

হায় আল্লাহ্! আমি স্বপ্ন দেখছি না তো!

ঐ ছোট্ট শিশুটি একটুও অবাক হলো না। মনে হলো সে যেন তাঁরই অপেক্ষায় ছিলো। সে তার ছোট্ট হাত-পা ছুঁড়ে সানন্দে সোল্লাসে স্বাগত জানায় তাঁর প্রিয় মুক্তিদাতাকে।

বঙ্গবন্ধু দু'হাত বাড়িয়ে মাতৃকোল থেকে শিবটিকে নিজকোলে তুলে নিলেন তাকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন।

বঙ্গবন্ধুর অপত্যস্নেহস্কাত বুকে মাথা পেতে ঐ ছোট্ট দুরম্ভ শিশুটি তখন ঘূমিয়ে পড়লো , যেন বাংলাদেশ।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবসে

আমির হোসেন আমু, এমপি

আজ ১০ই জানুয়ারি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ঐতিহাসিক খদেশ প্রত্যাবর্তন দিবস। ১৯৭২ সালের এই দিনে বাঙ্গালি জাতির অবিসংবাদিত নেতা স্বাধীন বাংলাদেশের মহান স্থপতি পাকিস্তানের কারাগারের নির্জন প্রকোষ্ঠ থেকে মুক্তি লাভ করে স্বপ্লের স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশে ফিরে আসেন।

১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর বাঙালি বিজয় অর্জন করে। মুক্তিযুদ্ধের সর্বাধিনায়ক, সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান পাকিছানের কারাগারে থেকে মুক্ত হয়ে স্বাধীন বাংলাদেশে ফিরে আসার মাধ্যমে সে বিজয় পূর্ণতা লাভ করে। এইদিন স্বাধীন বাংলা নতুন সূর্যালোকের মতো চির ভাষর-উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। মহান নেতা ইতিহাসের মহানায়ক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ফিরে আসেন তাঁর প্রিয় মাতৃভূমি বাংলাদেশে। বঙ্গবদ্ধু বিহীন বাংলাদেশ তো কল্পনাতীত ; সেটা হতো স্বাধীনতার অপূর্ণতা। ঐ সময় ইখন বিভিন্ন দেশের কংগ্রেস সদস্য, সিনেটর, সংসদ সদস্য, আন্তর্জাতিক রেড ক্রিসেন্টের কর্মকর্তারা শরণাধী শিবির পরিদর্শন

করতেন, তারা শরণাধীদের হলে তারা ফিরে যাবে কিনা। দেশে ফিরে যাবো।

১৬ই ডিসেম্বর দেশ স্বাধীন কোন হাসি, বিজয়ের তৃত্তির कि ? दरिष्ठ आरङ्ग किना ? এমনি এক সময় ৮ই ডিসেম্বর শেখ মুজিব মুক্তি পেয়ে একটি পরের দিন ৯ই জানুয়ারি বন্দরে পৌছান। ঐ দিন এক বিবৃতিতে তিনি বলেন স্বাধীনতার অপরিসীম ও

হলো কিন্তু মানুষের মুখে ছিল না ছাপ, তথু জিজাসা বঙ্গবন্ধুর খবর আসবেন তো ইত্যাদি।

জিজ্ঞেস করতেন দেশ স্বাধীন

তারা বলতেন বঙ্গবন্ধু ফিরলে

সন্ধ্যায় খবর ভেসে আসল বঙ্গবন্ধ বিশেষ বিমানে অজ্ঞানার পথে। বঙ্গবন্ধ লভনে হিপ্রো বিমান खनाकीर्व সংবাদ সম্মেলনে মৃতি অনাবিল আনন্দ অনুভব করছি।

আমার জনগণ যখন আমাকে বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি হিসাবে যোষণা করেছে তখন আমি রাষ্ট্রদ্রোহের দায়ে মৃত্যুদণ্ড প্রাপ্ত আসামী হিসাবে নির্জন ও পরিত্যক্ত সেলে বন্দী জীবন কাটাচ্ছি। বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রামে সমর্থন ও সহযোগিতার জন্য ভারত, সোভিয়েত ইউনিয়ন, পোল্যান্ড, ফ্রান্স ও ব্রিটেনকে আমি ধন্যবাদ জানাই। স্বাধীন সার্বভৌম গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ এখন একটি বাস্তব সত্য। এ দেশকে বিশ্বের স্বীকৃতি দিতে হবে। বাংলাদেশ অবিলয়ে জাতিসংঘের সদস্য পদের জন্য অনুরোধ জানাবে"।

পরিশেষে তিনি বলেন "আমি আর এক মৃহূর্ত এখানে থাকতে রাজী নই। আমি আমার জনগণের কাছে ফিরে যেতে চাই"। বিবৃতির শেষে সাংবাদিকরা বঙ্গবন্ধুকে প্রশ্ন করেন আপনি আপনার বাংলাদেশে ফিরে যাবেন, সেই দেশ তোঁ এখন ধ্বংসম্ভূপ। তখন জাতির পিতা বলেছিলেন, "আমার বাংলার মানুষ যদি থাকে, বাংলার মাটি যদি থাকে একদিন এই ধ্বংসম্ভূপ থেকেই আমি আমার বাংলাদেশকে কুধামুক্ত, দারিদ্রমুক্ত, শধ্য-শ্যামলা সোনার বাংলায় পরিণত করবো"

প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করতে হয় ২৫ শে মার্চ রাতের শেষ প্রহরের দিকে বঙ্গবন্ধুকে গ্রেফতার করার পর ইয়াহিয়া খান বলেছিলেন, "শেখ মুজিব is a Traitor. This time he will not go unpunished." সেই প্রেক্ষিতেই ইয়াহিয়া খান বঙ্গবন্ধুর বিচার করে ফাঁসির আদেশ দিয়েছিলেন। কিন্তু ১৬ ই ডিসেম্বর পাকস্কানি সেনাবাহিনীর আত্রসমর্পণের মধ্য দিয়ে আমরা বিজয়ী হওয়ায় ইয়াহিয়ার কাছ থেকে ক্ষমতা নিয়ে ভূট্টো পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট হওয়ায় ঐ রায় আর কার্যকর হয়নি

জানা গেলো বঙ্গবন্ধু লন্ডন থেকে দিল্লী হয়ে ফিরছেন। বৃটিশ রাজকীয় বিমান বাহিনীর কমেট জেটটি বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে দিল্লীর পালাম বিমানবন্দরে অবতরণ করলে ওখানে উপস্থিত হাজার হাজার জনসাধারণ এক অভ্তপূর্ব রাষ্ট্রীয় সংবর্ধনা প্রদান করেন বঙ্গবদ্ধুকে। বঙ্গবদ্ধুকে নিয়ে কমেট জেটটি অবতরণ করলে তার সম্মানে ২১বার তোপধ্বনি করা হয়। অভার্থনা জানান ভারতের তৎকালীন রাষ্ট্রপতি শ্রী ভি ভি গিরি এবং প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধী। তারপর বাংলাদেশের তংকালীন পররাষ্ট্র মন্ত্রী জনাব আন্দুস সামাদ আজাদ। পালাম বিমানবন্দরের আনুষ্ঠানিকতা এবং বঙ্গবদ্ধ মিসেস গান্ধীর সংক্ষিপ্ত বক্তব্যের পর, মিসেস গান্ধীর সাথে মত বিনিময় শেষ করে (যে মত বিনিময়ে মিসেস গান্ধীর কাছ থেকে বঙ্গবন্ধু ভারতীর সৈন্য প্রত্যাহারের নিকয়তা নিয়েছিলেন) রওয়ানা হলেন তার স্বপ্লের স্বাধীন বাংলার উদ্দেশ্যে

অবসান হলো লাখো মানুষের দীর্ঘ প্রতীক্ষার। বঙ্গবন্ধুকে বহনকারি কমেট জেট বিমানটি ঢাকার আকাশ সীমায় দেখার সাথে সাথে দীর্ঘ প্রতীক্ষিত লাখো জনতা আনন্দে আত্মহারা হয়ে ওঠে। লাখো মানুষের কণ্ঠে জয় বাংলা - জয় বঙ্গবদ্ধু শ্লোগানে প্রকম্পিত হয়ে যায় স্বাধীন বাংলাদেশের আকাশ-বাতাস

বিমানের সিঁড়ি দেয়ার সাথে সাথে অছায়ী ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলামসহ মন্ত্রিপরিষদ ও নেতৃবৃন্দ তাঁকে মাল্য ভূষিত করেন। সাথে সাথে বঙ্গবন্ধু কান্নায় ভেঙ্গে পরেন। সে এক অভ্তপূর্ব, অবিশ্যরণীয় মুহূর্ত। বঙ্গবন্ধু বিমান থেকে নেমে আসার সাথে সাথে ৩১ বার তোপধ্বনি করে রাষ্ট্রপ্রধানকৈ বরণ করা হয়। বাংলাদেশ সেনা, বিমান ও নৌ বাহিনী বঙ্গবন্ধুকে গার্ড অব অনার দেয়। গার্ড অব অনার নেয়ার পর বঙ্গবন্ধু বিমানবন্দরে উপস্থিত রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ, বিদেশি মিশনের সদস্য, মিত্র বাহিনীর পদস্থ সামরিক অফিসার, বাংলাদেশ সরকারের পদস্থ কর্মকর্তা, বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের সাথে করমর্দন শেষ করে যাত্রা ওরু করেন রেস কোর্সের উদ্দেশ্য (আজকের সোহরাওয়াদী উদ্যান)।

নেতার প্রতি অক্ত্রিম ভালবাসা ও শ্রদ্ধার নিদর্শনম্বরূপ বিমানবন্দর থেকে রেসকোর্স পর্যন্ত দীর্ঘ ৪ মাইল বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতি ও বাংলাদেশের পতাকা নিয়ে এবং সুসজ্জিত তোরণ নির্মাণ করে লাখো জনতা জাতির পিতাকে অভিবাদন জানায়। সেই সাথে লক্ষ লক্ষ মানুষের গগনবিদারি জয় বাংলা - জয় বঙ্গবন্ধু শ্লোগানে স্বাধীন দেশের আকাশ বাতাস হয় প্রকম্পিত। এই পথ অতিক্রম করতে প্রায় আড়াই ঘন্টা সময় লেগেছিল। ষচক্ষে অবলোকন না করলে জনগণের এই ষতক্ষর্ত অকৃত্রিম শ্রদ্ধা, ভক্তি ও ভালবাসার গভীরতা অনুধাবন করা অসম্ভব। এই দৃশ্য অভূতপূর্ব ছিল। আবেগপ্রসূত এই দৃশ্য অবিশ্বরণীয় এবং ঐতিহাসিক।

যুদ্ধবিদ্ধস্ক বাংলাদেশে বঙ্গবন্ধুর যদেশ প্রত্যাবর্তন বাঙ্গালি জাতির কাছে ছিল একটি বড় প্রেরণা। দীর্ঘ সংগ্রাম, ত্যাগ, তিতীক্ষা, আন্দোলন ও আত্মত্যাগের মাধ্যমে মুক্তিযুদ্ধে বিজয় অর্জনের পর বিধ্বস্ত বাংলাদেশকে গড়ে তুলে এগিয়ে নিতে বঙ্গবন্ধুর উপস্থিতি ছিল অপরিহার্থ।

এই বছর এক নতুন প্রেক্ষাপটে জাতির পিতার ছদেশ প্রত্যাবর্তন দিবস পালিত হচ্ছে। বঙ্গবন্ধু কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে জাতীয় কমিটির মাধ্যমে বাংলাদেশে এবং জাতিংঘের UNESCO এর মাধ্যমে বিশ্বব্যাপি বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী পালিত হচেছে। এই জন্মশতবার্ষিকী পালনের মধ্য দিয়ে টানা ১২ বছরের রাষ্ট্র পরিচালনায় নির্ভিক, তেজন্বী ও দূরদর্শী নেতৃত্ব এবং সফল রাষ্ট্রনায়কোচিত সিঘান্তের মধ্য দিয়ে বঙ্গবন্ধু কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা বাংলাদেশের মানুষকে বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলার বান্তব প্রতিফলন দেখিয়েছেন।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আধুনিক ডিজিটাল বাংলাদেশ নির্মাতা ও উন্নয়নের কাভারী, উন্নত, সমৃদ্ধ, মর্যাদাশীল বাংলাদেশ নির্মাণের রূপকার। শেখ হাসিনার দূরদর্শী নেতৃত্বে বাংলাদেশ আজ ষল্পন্মোত দেশ থেকে উন্নয়নশীল দেশে উন্নীত হয়েছে এবং দেশ এখন উন্নয়নের মহাসড়কে।

শেখ হাসিনার সফল নেতৃত্বে পদ্মা বহুমুখী সেতু প্রকল্প, কর্মফুলী নদীর তলদেশে বহু লেন সড়ক টানেল নির্মাণ প্রকল্প, ঢাকার মেট্রোরেল প্রকল্প, দোহাজারী-রামু-ঘুমধুম রেল প্রকল্প, রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র, রামপাল বিদ্যুৎ কেন্দ্র, মাতারবাড়ি কয়লা বিদ্যুৎ কেন্দ্র, পায়রা বিদ্যুৎ নির্মাণ প্রকল্প, পায়রা বন্দর, সোনাদিয়া গভীর সমুদ্র বন্দরসহ মেঘা প্রকল্পগুলো বাস্তবায়িত হতে যাচ্ছে।

তাঁর সফল রাষ্ট্র পরিচালনার মধ্য দিয়ে খাদ্য নিরাপন্তা, দারিদ্য বিমোচন, শিত ও মাতৃ-মৃত্যুর হার শ্রাস, তথ্যপ্রবৃত্তির ব্যবহার, বিদ্যুৎ সমস্যার সমাধান, শিক্ষানীতি প্রণয়ন, নারীর ক্ষমতায়ন, গণতন্ত্র, শান্তি ও আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা, জঙ্গিদমন এবং রোহিঙ্গাদের আশ্রয় দেওয়ার মাধ্যমে শেখ হাসিনা বহু মর্যাদাসম্পর আন্তর্জাতিক পুরস্কার লাভ করেছেন। ২১ শে ফেব্রুয়ারি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসাবে খীকৃতির মাধ্যমে বাঙ্গালি জাতিকে গৌরবান্বিত করেছেন।

বঙ্গবন্ধু-১ স্যাটেলাইট উৎক্ষেপণের মাধ্যমে বাংলাদেশকে বিশ্বে মর্যাদার নতুন মাত্রা তিনি দিয়েছেন। শেখ হাসিনা আজ বিশ্বে একজন নন্দিত সফল রাষ্ট্রনায়ক। তিনি সৎ প্রধানমন্ত্রী হিসাবে বিশ্বে তৃতীয় স্থানের

মুক্তিযুদ্ধের চেতনা মৃশ্যবোধ পুনঃপ্রতিষ্ঠা , চার মৃশনীতি সংবিধানে পুনঃঅন্তর্ভুক্ত তিনি করেছেন। বঙ্গবন্ধুর হত্যাকারীদের এবং যুদ্বাপরাধী ও মানবতা বিরোধীদের বিচার অনুষ্ঠিত করে মুক্তিযুদ্ধের বাংলাদেশকে পাপ মুক্ত করছেনে। বর্তমানে অত্যন্ত সফলতার সাথে করোনা পরিছিতি এবং পাশাপাশি উপর্যপুরি বন্যার মোকাবেলা করে যাচেতন।

আজ শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বাংলাদেশ এগিয়ে যাচ্ছে, এগিয়া যাবে। তাঁর ঘোষিত ২০৪১ সালের আগেই উন্নত দেশে রূপান্তরিত হওয়ার মধ্য দিয়ে বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলার প্রতিফলন ঘটবে।

তার দীর্ঘায়ু কামনা করি।

দেখক: রাজনীতিবিদ, সাবেক মন্ত্রী



প্রধানমন্ত্রী গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার





বাঙালির মুক্তি-সংগ্রামের ইতিহাসে এক ক্ষণজন্ম মহাপুরুষ, সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান পাকিস্তানের কারাগার থেকে মুক্তি পেয়ে ১৯৭২ সালের এই দিনে খদেশ প্রত্যাবর্তন করেন। এই মহান নেতার অনুপদ্মিতিতে আমাদের মুক্তিযুদ্ধে চূড়ান্ত জয়ের উল্লাস-উদ্দীপনায় অপর্ণতা ছিল যেমন স্পষ্ট, তেমনি যুদ্ধবিধ্বন্ত সদ্য স্বাধীন দেশ পুনর্গঠনে তাঁর নেতত গ্রহণ সার্বজনীন উপলব্ধিতেও ছিল অতি প্রতীক্ষিত। তাই, ১০ই জানুয়ারি বাংলার মানুষ তাদের প্রাণপ্রিয় নেতাকে ফিরে পেয়ে অনুভব করেছিল পরিপূর্ণ বিজয়ের স্থাদ।

জাতির পিতা পরাধীনতার শৃঞ্চাল থেকে বাঙালি জাতির মুক্তির জন্য দীর্ঘ ২৪ বছর সংগ্রাম করেছেন। ভাষা আন্দোলন থেকে ওরু করে ছাধীনতা সংগ্রাম সকল ক্ষেত্রেই তিনি নেতৃত্ব দিয়েছেন। জেল-জুলুম সহ্য করেছেন, সবসময় দূরদর্শী সিদ্ধান্ত দিয়েছেন এবং ব্যক্তি শ্বার্থের উর্ফো গিয়ে দশকে সুসংগঠিত করেছেন। তাঁর নেতৃত্বেই বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ ১৯৭০-এর নির্বাচনে নিরস্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে। তিনি হয়ে উঠেন বাংলার অবিসংবাদিত নেতা। কিন্তু পাকিন্তানি সামরিক জান্তা জনগণের এ রায়কে উপেক্ষা করে, জরু করে প্রহসন। বাংলার নিরন্ত্র মানুষকে নির্বিচারে গুলি করে হত্যা করে। চুড়ান্ত স্বাধীনতা অর্জনের লক্ষ্যে জ্ঞাতির পিতা ১৯৭১ সালের ৭ই মার্চ রেসকোর্স ময়দানের এক জনসমূদ্রে ঘোষণা করেন "...প্রত্যেক ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তোলো। ...এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম; এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম'। ২৫-এ মার্চ কালরাতে পাকিস্কানি হানাদার বাহিনী বাঙালি নিধন তক করে। বঙ্গবন্ধু ২৬-এ মার্চের প্রথম প্রহরে বাংলাদেশের আনুষ্ঠানিক স্বাধীনতা ঘোষণা করেন।

দ্বাধীনতা ঘোষণা করার পরপরই পাকিস্তানি বাহিনী জাতির পিতাকে গ্রেফতার করে পাকিস্তানের নির্জন কারাগারে প্রেরণ করে এবং তাঁর উপর অবর্ধনীয় নির্যাতন চালাতে থাকে। প্রহসনের বিচারে ফাঁসির আসামি হিসেবে মৃত্যুর প্রহর ওণতে ওণতেও তিনি বাঙালির জয়গান গেয়েছেন। তিনি ছিলেন মুক্তিযোদ্ধাদের প্রাণশক্তি। তাঁর অবিচল নেতৃত্বে বাঙালি জাতি মরণপণ যুদ্ধ করে বিজয় ছিনিয়ে আনে। পরাজিত পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী ১৯৭২ সালের ৮ই জানুয়ারি প্রথম প্রহরে বঙ্গবন্ধুকে মুক্তি দিতে বাধ্য হয়। একই দিনে সকাল ৬টা ৩৬ মিনিটে তিনি লন্ডনে অবতরণ করেন। সেখানে কমনওয়েলথ মহাসচিবের আহ্বানে বাংলাদেশের সদস্যপদ গ্রহণে তাৎক্ষণিক সম্মতি জানান, ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন এবং সংবাদ সম্ফেলন করেন। জাতির পিতা ১৯৭২ এর ১০ই জানুয়ারি সকালে দিল্লীতে যাত্রা বিরতি দিয়ে দুপুর ১টা ৪০ মিনিটে বাংলার মাটিতে পদাপর্ণ করেন। ঐদিন রেসকোর্স ময়দানে বিশাল জনসমুদ্রে এক ভাষণে তিনি পাকিস্কানি সামরিক জান্তার নির্মম নির্যাতনের বর্ণনা দেন, সেই সঙ্গে মহান মুক্তিযুদ্ধের সময় গণহত্যা সংঘটনের দায়ে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীকে বিচারের মুখোমুখী করতে জাতিসংঘের প্রতি আহ্বান জানান।

জাতির পিতা ১২ই জানুয়ারি ১৯৭২ প্রধানমন্ত্রীর দায়িত গ্রহণ করে যুদ্ধবিধ্বন্ত বাংলাদেশ পুনর্গঠনে সর্বশক্তি নিয়োগ করেন। তাঁর বলিষ্ট পদক্ষেপে ভারতীয় মিত্রবাহিনী ১৯৭২ সালের ১৫ই মার্চ এর মধ্যে বাংলাদেশ ত্যাগ করে। তিনি ১৪ই ডিসেম্বর ১৯৭২ বাংলাদেশের প্রথম সংবিধানে যাক্ষর করেন। তাঁর আহ্বানে সাড়া দিয়ে জাতিসংঘসহ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থা এবং বন্ধু দেশসমূহ দ্রুত বাংলাদেশকে খীকৃতি প্রদান করে। বঙ্গবন্ধুর ঐন্দ্রজালিক নেতৃত্বে অতি অল্পদিনের মধ্যেই বিশ্ব দরবারে বাংলাদেশ মাথা উঁচু করে দাঁড়ায় এবং একটি যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশ থেকে মাত্র সাড়ে তিন বছরেই স্বল্লোন্নত দেশ হিসেবে

১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট ছাধীনতা-বিরোধী ও যুদ্ধাপরাধী চক্র জাতির পিতাকে সপরিবারে নির্মমভাবে হত্যা করে এদেশে হত্যা, ক্যু ও ষড়যন্ত্রের রাজনীতি চালু করে। তারা '৭৫ এর ২৬ সেন্টেম্বর দায়মুক্তি অধ্যাদেশ জারি করে বঙ্গবন্ধু হত্যার বিচারের পথ রুদ্ধ করে দেয়। মোছাক-জিয়া চক্র খুনিদের বাংলাদেশ দূতাবাসগুলোতে কূটনৈতিকের চাকরি দিয়ে পুরষ্কৃত করে, রাজনৈতিকভাবেও প্রতিষ্ঠিত করে। মার্শাল ল' জারির মাধ্যমে গণতন্ত্রকে হত্যা করে। মুক্তিযুদ্ধের গৌরবোজ্জ্ব ইতিহাসকে বিকৃত করে। সংবিধানকে ক্ষতবিক্ষত করে। মত প্রকাশের স্বাধীনতা কল্প করে। বিএনপি-জামাত সরকার এর ধারা অব্যাহত রাখে।

২১ বছরের দীর্ঘ সংগ্রাম ও অনেক আত্মত্যাগের বিনিময়ে ১৯৯৬ সালে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ সরকার গঠন করে। একই বছর ১২ নভেম্বর 'দায়মুক্তি অধ্যাদেশ বাতিল আইন, ১৯৯৬' সংসদে পাশ করে। এর মধ্য দিয়েই বঙ্গবন্ধু হত্যার বিচারের সকল বাধা দূর হয়। আমরা ২০০৮ সালের নির্বাচনি ইশতেহারে 'দিনবদলের সনদ' ঘোষণা দিয়ে নিরক্ষণ বিজয় অর্জন করি এবং পরপর তিনদফা জনগণের অপরাধ ট্রাইব্যুনার্ল' প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে যুদ্ধপরাধীদের বিচার করেছি। সংবিধানে পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে জনগণের ভোটের অধিকার নিশ্চিত করেছি, ফলে অবৈধভাবে ক্ষমতা দখলের পথ বন্ধ হয়েছে।

গত বারো বছরে আমরা উন্নয়নের সকল সূচকে অভ্তপূর্ব অগ্রগতি সাধন করেছি। অর্থনৈতিক অগ্রগতির মানদত্তে বিশ্বের প্রথম ৫টি দেশের মধ্যে ছান করে নিয়েছি। আমরা দারিদ্রোর হার ২০.৫ শতাংশের নীচে নামিয়ে এনেছি। মাথাপিছু আয় ২ হাজার ৬৪ মার্কিন ডলার উন্নীত করেছি। এখন আমাদের মানুষের গড় আয়ু ৭২.৬ বছর। ৯৯ শতাংশ মানুষকে বিদ্যুৎ সুবিধা দিচিছ। পদ্মা সেতুর সকল স্প্যান বসানোর ফলে বিশ্বের অন্যতম ধরস্রোতা নদীর দুপ্রান্ত এখন সংযুক্ত হয়েছে। রাজধানীতে মেট্রোরেল ও এক্সপ্রেসওয়ে এবং কর্ণফুলী নদীর তলদেশে টানেল নির্মাণ-কাজ দ্রুত এগিয়ে যাচেছ। সড়ক, রেল ও বিমান যোগাযোগ ব্যবস্থাকৈ আধুনিক করেছি। ডিজিটাল বাংলাদেশের সুফল আজ ঘরে ঘরে পৌছে দিয়েছি। ইন্টারনেট ব্যবহারকারীর সংখ্যা ১১ কোটি ছাড়িয়েছে। তথ্যপ্রযুক্তি নির্ভর কর্মসংছানের অবাধ সুযোগ সৃষ্টি করেছি। বঙ্গোপসাগরের বিশাল জলরাশিতে দ্বার্বভৌমতু প্রতিষ্ঠা করেছি। সুনীল-অর্থনীতির দ্বার এখন উন্মুক্ত। প্রথম 'বাংলাদেশ প্রেক্ষিত পরিকল্পনা'-এর সফল বাস্তবায়নের মাধ্যমে রূপকল্প-২০২১ অর্জন প্রায় শেষ। মুজিববর্ষে আমরা অঙ্গীকার করেছি কেউ গৃহহীন থাকবে না। শহরের সকল সুযোগ-সুবিধা প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলেও পৌছে দেব। আমরা জঙ্গিবাদ, সন্ত্রাসবাদ ও মাদক নির্মূলে জিরো টলারেন্স' নীতিতে কাজ করে যাচ্ছি। ২০৩০ সালের মধ্যে 'টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট' অর্জন এবং ২০৪১ সালের মধ্যে ক্ষ্ধা-দারিদ্রামুক্ত উন্নত-সমৃদ্ধ বাংলাদেশ বিনির্মাণে দ্বিতীয় প্রেক্ষিত পরিকল্পনা প্রণয়ন করেছি। 'বাংলাদেশ ব-দ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০' নামে একটি মহাপরিকল্পনা গ্রহণ করেছি।

জাতির পিতার জন্মশতবার্ষিকী যথাযোগ্য মর্যাদায় উদযাপনের লক্ষ্যে আমরা ২০২০-২০২১ সময়কে 'মুজিববর্ষ' ঘোষণা করেছি। ২৬ মার্চ ২০২১ আমরা স্বাধীনতার সূবর্ণ জয়ন্তী উদযাপন করব। কিন্তু, এরই মধ্যৈ বৈরী কোভিড-১৯ করোনা ভাইরাস সারা বিশ্বে মহামারি আকারে ছড়িয়েছে। আমরা পূর্বঘোষিত পরিকল্পনা সীমিত পরিসরে ডিজিটাল মাধ্যমে চালু রেখে এ মহামারি থেকে পরিত্রাণের লক্ষ্যে জীবনযুদ্ধে स्तरप्रिः। आपि ७১ मका निर्दर्भना निरव्रिः, क्रान्तिकाल উত্তরণে ডाক্তার-নার্স-টেকনিশিয়ান निरव्राण করেছি। দরিদ্র অসহায় মানুষের পাশে দাঁড়ানো, অর্থনীতির চাকা সচল রাখা এবং উন্নয়নে ধারা অব্যাহত রাখার লক্ষ্যে ২১টি প্যাকেজের আওতার ১ লাখ ২১ হাজার ৩৫৩ কোটি টাকার প্রণোদনা দিয়েছি। করোনা মহামারি পরিস্থিতিতেও আমরা ৫.২৪ শতাংশ জিভিপি প্রবৃদ্ধি অর্জন করেছি।

জাতির পিতার বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবসের এই মাহেন্দ্রক্ষণে আসুন আমরা প্রতিজ্ঞা করি- প্রয়োজনে সর্বোচ্চ আত্মত্যাগের বিনিময়ে হলেও ত্রিশ লাখ শহিদ ও দু'লাখ নির্যাতিত মা-বোনের সম্রমের বিনিময়ে অর্জিত স্বাধীনতাকে সমুত্রত রাখবো। জাতির পিতা যে অসাম্প্রদায়িক, ক্ষুধা-দারিদ্যুমুক্ত ও উন্নত-সমৃদ্ধ সোনার বাংলাদেশ বিনির্মাণের খপ্ন দেখেছিলেন, সকল আও ষড়যন্ত্র প্রতিহত করে মহান মুক্তিযুক্তের চেতনায় উদ্বন্ধ হয়ে ঐক্যবন্ধভাবে সেই ষপ্প বাস্তবায়নের কার্যকরি ভূমিকা রাখব, ইনশাআল্লাহ।

আমি স্বাধীনতার মহানয়ক, জাতির পিতা, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্থদেশ প্রত্যাবর্তন দিবস উপলক্ষ্যে তাঁর ক্রহের মাগফেরাত কামনা করছি।

> জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধ বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

> > Zw Engra শেখ হাসিনা



স্বাধীন বাংলাদেশে বঙ্গবন্ধুর প্রত্যাবর্তন: ১০ জানুয়ারি ১৯৭২